ভ্রমণের পরে

অসিতবরণ বেরা

শনিবার। ছুটির দিন। স্রেফ প্ল্যান ভাঁজার জন্য সাউথ সিটি মলে ঢুকে পড়ল চারজনে। আর্যনীল, ঝোরা, অম্বুজ ও দিতি। ঝোরা ও আর্যনীল একই কলেজ থেকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে সেক্টর ফাইভে আলাদা কোম্পানীতে যোগ দিয়েছে তা প্রায় বছর দুই। প্রায় একই কাহিনি অম্বুজ ও দিতির ক্ষেত্রে। ঘটনাচক্রে আর্যনীল ও দিতি এবং অম্বুজ ও ঝোরা সহকর্মী। ফলে চারজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে বেশি সময় লাগেনি।

প্ল্যান বলতে কী বিয়ের প্ল্যান? না-না, প্রেমের পরিনতি ছাঁদনাতলা — এই ভাবনাটা এরা আজকাল এত তাড়াতাড়ি ভাবতে নারাজ। এই চারজনে আসলে বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান ভাঁজার জন্য এখানে এসেছে। স্ন্যাকস্, কফি খেয়েও কোথাও যাওয়ার কোন সিদ্ধান্তে ওরা আসতে পারল না। দেখা গেল, দিতি, আর্যনীল পাহাড়ী জায়গায় আর ঝোরা, অম্বুজ সমুদ্র দেখার জন্য বেঁকে বসল। বেড়াতে যাওয়া যখন একরকম ভেস্তে যেতে বসেছে তখন আর্যনীল বলে, দেখ আমাদের চারজনের ইচ্ছাপূরণের একটা জায়গা আছে।

ঝোরা ও দিতি প্রায় একই সঙ্গে বলে, আছে? তা নামটা শুনি —

— বিশাখাপত্তনম।

— কী রকম জায়গা? কিছু জানিস? অম্বুজ বলে।

— সবটাই শোনা কথা। আছে টলটলে নীলসাগর আর নীল আকাশের নিচে সবুজ পাহাড়। ফাউ হিসাবে পাওয়া যাবে মন্দির, গুহা, ট্যানেলের মধ্য দিয়ে ট্রেনে ভ্রমণ।

— সত্যি সত্যি আছে না বানিয়ে বানিয়ে বলছ? দিতি বলে।

— সত্যি মিথ্যার বিবাদভঞ্জন সরেজমিনে ঠিক হোক না।

— প্ল্যান তো প্রায় চৌপট হতে বসেছিল? তা যাওয়াই যাক না। এবার তাহলে এক রাউণ্ড চিকেন পকোড়ার সঙ্গে বাকি ব্যাপারগুলো ঠিক করি এসো। সমুদ্র আছে জেনে হাঁফ ছেড়ে ঝোরা বলে।

ব্যাস, কিছুক্ষণের মধ্যে সময় তারিখ নির্ধারণ হয়ে গেল। অম্বুজ বলে, টিকিট, হোটেল বুকিং সব দায়িত্ব আর্যের। কালকেই আমরা ওকে ক্যাশ দিয়ে দেব। রাইট?

ঋষিকোন্ডায় অন্ধ্র টুরিজিমের হোটেলে ওরা উঠল। সি-ফেসিং পাশাপাশি দুটো রুম। একটাতে দিতি, ঝোরা, অন্যটাতে অম্বুজ, আর্য। হোটেলে ফ্রেস হয়েই ঝোরা বলে, আর্য, তুমি সিম্পলি গ্রেট। হোটেল থেকে সমুদ্রকে কি দারুণ লাগছে। চল সবাই মিলে আগে সমুদ্র-স্নান সেরে নিই।

আর্য বলে, ঝোরা, এই হোটেলটা ছোট্ট টিলার উপর বলেই তো সমুদ্রকে এতো

মনোরম লাগছে। আবার উল্টোদিকে দেখ কী দারুণ সবুজ পাহাড়শ্রেণি!

— উঁ-হুঁ। মনে হচ্ছে কিসের যেন স্মেল। এ সব থামাও। চল আগে সমুদ্র-স্নান সেরে নিই। তারপর অন্য কথা। অম্বুজ বলে।

অবশেষে ওরা সমুদ্রে নামে। কী দারুণ স্বচ্ছ জল। এক বুক জলেও পায়ের পাতা দেখা যায়। বড় ঢেউ তেমন একটা নেই। ছোটো ছোটো ঢেউ। জলে দাপাদাপি করার মতো লোকজনও বড়ো কম। জলকেলি করতে করতে ওরা সারাদিন কী করবে তার ছক কষে নেয়। পনের-কুড়ি মিনিট পরে দিতি বলে, আমার পক্ষে সমুদ্র-স্নান যথেষ্ট হয়ে গেছে। খিদেও পাচ্ছে। আমি উঠলাম।

— চল দিতি, আমিও যাচ্ছি। ঝোরা, তোমরা কি আরো স্নান করবে না উঠবে?

— কী বেরসিক তুমি! এতো সুন্দর জল! দীঘা বা পুরীতে তুমি পাবে? এমন মনোরম সমুদ্র ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হয়, আর্য?

— আ-হা, তোমাকে জলবিহার করতে কে বারণ করেছে? তুমি তোমার ইচ্ছে মতো জলে কাটাও। আমি খেতে চললাম।

— যাও, পেটুক কোথাকার!

দিতি, আর্য চলে গেলে অম্বুজ আর ঝোরা আরো ঘন্টাখানেক সমুদ্রে দাপাদাপি করে। একসময় ঝোরা জল থেকে ধীরে ধীরে উঠে পড়ে। পিছনে পিছনে অম্বুজও। অম্বুজ বলে, তুমি কি জিম্ করো ঝোরা?

ঘাড় বাঁকিয়ে ঝোরা বলে, কেন?

— অফিসে শাড়ি পরা অবস্থায় বুঝতে পারি না। এখন সুইমিং-কস্টিউমে তোমাকে দেখে মনে হল জিমে-যাওয়া শরীর!

চোখ পাখিয়ে ঝোরা বলে, একদম ফ্ল্যাটারি করবে না।

পরের দিন ওরা একটা গাড়ি বুক ক'রে সারাদিন ঘোরাঘুরি করার জন্য। সকালে প্রথমেই সীমাচলম্। ঘন্টা দুই লাইন দিয়ে নৃসিংহ মূর্তি দর্শন। দিতি আর্য তৃপ্তি পেলেও ঝোরা অম্বুজের কাছে এটা পাঁচন গেলার মতো। গাড়ি এবার পাড়ি দেয় বন্দর, ডলফিন নোজ পেরিয়ে লসন বে সমুদ্রসৈকতে। এখানে সমুদ্র একটু অশান্ত। পাক খায় ঢেউ, ইতস্তত পাথর। তাই এখানে স্নান করা একটু বিপজ্জনক। ঝোরা স্নানের জন্য বায়না ধরলে আর্য বারণ করে। অম্বুজ বলে, একটু সাবধানে স্নান করলে ভয়ের কিছু নেই। ঝোরা স্নান করতে চাইছে, করুক না। আমি না হয় ওর সঙ্গে থাকব।

এরপর আর কথা চলে না। স্নানের পোশাক সঙ্গে নিয়েই ওরা বেরিয়েছিল। দিতি ওদের ছাড়া-পোশাকের ভার নেয়। আর্য বলে, তোমাদের খাবারের অর্ডার দিই। একটি মাত্র তো রেস্টুরেন্ট, শেষে খাবারই জুটবে না। খাবারের অর্ডার দিয়ে আর্য একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক নিয়ে বাইরে বসে। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে ঝোরা আর অম্বুজের সমুদ্রে দাপাদাপি, কখনো ঢেউয়ের ধাক্কায় গড়াগড়ি। শুকনো বালিতে বসে রয়েছে দিতি একা।

বালিতে বসে বসে দিতিকে দেখতে হচ্ছে, ঢেউ ভাঙার নামে ওদের দুজনের জড়াজড়ি, গড়াগড়ি। প্রথমটায় সে উদার হবার চেষ্টা করে কিন্তু কোথা থেকে এক রাশ ঈর্ষা এসে জড়ো হয়। ভাবে, উল্টো দিকে মুখ ফিরে বসবে। কিন্তু সমুদ্রের দিকে পিছন ফিরে বসা কি মানায়!

সমুদ্র-কেলি করে ঝোরা আর অম্বুজের উচ্ছ্বাস আর থামে না। পরে ফেরার পথে লাইট হাউস দেখে চলে আসে রামকৃষ্ণ বীচের কাছে। এখানে প্রচুর লোকজনের ভিড়, ঘিঞ্জি। কালী মন্দির, মাছ-ঘর, পরিত্যক্ত সাবমেরিন দেখার জন্য উপচে পড়েছে লোকজন। ওরা চারজন সমুদ্রের ধারে বসার জায়গা করে নেয়। দূরে দেখা যায় ডলফিনের নাকের মতো শৈলশিরা কেমন সমুদ্রের মাঝে চলে গেছে। বেশিক্ষণ ওদের এখানে ভালো লাগে না। ঝোরা বলে, এতো হৈ-হট্টগোল ভালো লাগছে না। তার চেয়ে ফিরে চল ঋষিকোন্ডায়। সেটাই শান্তির নীড়।

— শান্ত বেলাভূমি। চুপি-চুপি কথা বলে সমুদ্র। তাই না? অম্বুজ বলে। দিতি আর্যের দিকে তাকায়। আর্য বলে, তাহলে লেটস গো।

তার পরের দিন সকালে ট্যাক্সিতে আবার ভ্রমণ। ঋষিকোণ্ডার কাছে কৈলাসকোন্ডা থেকে শুরু হয়। ভ্রমণবিলাসীদের জন্য উপযুক্তভাবে এই কোণ্ডা বা পাহাড়-চূড়াগুলো অপরূপ সেজেছে। এখানে বাহারী তোরণ, বিশাল হর-গৌরীর মূর্তি, ট্রয় ট্রেন আর ভিউ-পয়েন্ট থেকে মায়াবী সমুদ্র। ভিউ-পয়েন্টে বসে সমুদ্র দেখতে থাকে ঝোরা আর অম্বুজ। ওদের ছাড়াই দিতি ও আর্য টয় ট্রেনে বসে পাহাড় পরিক্রমা করে।

এখান থেকে ওরা পরের পাহাড় চূড়ায় একটা ছোট্ট ফিল্ম সিটিতে গেল। রামোজী ফিল্মসিটির ক্ষুদ্র সংস্করণ। ভালো লাগেনি বলে একটু ঘোরাঘুরি করে ওরা চলে আসে।

গাড়ি দাঁড়ায় তোতলাকোণ্ডায়। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বৌদ্ধবিহার, স্তুপ-এর ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আর্য আশ্চর্য হয়ে যায়। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও ইতিহাসের হাতছানি সে কখনোই উপেক্ষা করতে পারেনি। আর্য বলে, বাঃ, এ যেন গুপ্তধনপ্রাপ্তি! একজন গাইড নিয়ে এখানকার ইতিহাসটা জেনে নেওয়া যাক।

সঙ্গে সঙ্গে ঝোরা বলে, ছ্যাঃ, ভাঙাচোরা কিছু মূর্তি, ঘরদালান, ন্যাড়া পাহাড় — কী আছে দেখার? কিন্তু এখান থেকে ভিমলি-বীচ কী দারুণ লাগছে! মনে হয় ডাকছে — তাই না অম্বুজ? সবাই মিলে সমুদ্র-স্নানটা সেরে নেওয়া যাক।

দিতি বলে, আমি স্নান সেরে বেরিয়েছি। স্নান করার ইচ্ছে নেই।

অম্বুজ বলে, তাহলে এক কাজ করা যাক। তোমরা দুজনে বৌদ্ধ ইতিহাস চর্চা কর আমি আর ঝোরা ভিমলি-বীচে গাড়ি নিয়ে সমুদ্র-স্নান সারি। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে তোমাদের নিতে ফিরে আসব।

দিতি চুপ করে থাকে। আর্য বলে, দিতিও যাক না। আমি একা একাই না হয় দেখব।

সঙ্গে সঙ্গে দিতি বলে, না-না, সৈকতে বসে থাকার চেয়ে ইতিহাসে থাকাই ভালো।

প্রত্যেক মানুষ তো এক সময় ইতিহাস হয়ে যায়।

গাড়ি নিয়ে ওরা ভিমলি-বীচে চলে গেলে আর্য বলে, দিতি, তোমাকে কাল থেকে যেন একটু বেসুরো লাগছে।

— তাল বেতালের মতো সুর বেসুরও পাশাপাশি থাকে। চল তো গাইডের কাছে গল্পের স্বাদ নেওয়া যাক।

আর্য আর দিতি যখন বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ থেকে ইতিহাসের গল্প সংগ্রহে ব্যস্ত তখন নির্জন ভিমলি-বীচে স্নান করতে নেমে অম্বুজ ও ঝোরা যেন আত্মহারা। ঝোরা বলে, সমুদ্র স্নানের যে কী মজা ওরা জানতেই পারল না। পুওর আর্য!

সমুদ্রের ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে বুকের কাছে টেনে নেয় ঝোরাকে। অম্বুজের উষ্ণতা গ্রহণ করতে করতে ঝোরা বলে, কলকাতায় ফিরে এভাবে আমায় কাছে টেনে নেবে তো অম্বুজ?

— তাহলে আর্যের কী হবে? তোমাদের এতদিনের সম্পর্ক?

— আজ মনে হয় আমাদের সম্পর্কের শিকড় বুঝি গভীরে প্রবেশ করেনি। এখানে এসে বুঝলাম আর্য ও আমার কত বিষয়েই না অমিল রয়েছে। অবশ্য দিতিকে নিয়ে তোমার সে সমস্যা নেই।

ঝোরা অম্বুজের বাহু বন্ধন থেকে সরিয়ে নিয়ে সৈকতের দিকে ফেরে। পিছন থেকে হাত ধরে অম্বুজ বলে, আমাদেরও সমস্যা আছে ঝোরা। তোমার মুখ থেকে একটা কথাই শুনতে চাই। বলো তুমি আমাকে —

— আরো একটা দিন তুমিও ভাবো অম্বুজ।

ওদের গাড়ি এসে থামল বোরা কেভস-এ। সকালবেলা ট্রেনে ট্যানেলগুলো অতিক্রম করার আনন্দ এখন আর নেই। ঢলে পড়া সূর্যের সাথে ওদের উৎসাহের পারদ অনেকটাই নেমে গেছে। তবুও ওরা বোরা কেভসের গহ্বরে নামে। এখানে প্রকৃতিই শিল্পী। জলের ধারা দেওয়ালে এঁকেছে নানা চিত্র। দর্শককেও এখানে শিল্পীর দৃষ্টিশক্তি লাভ করতে হবে। তাহলে চোখের সামনে ফুটে উঠবে নানা জীবজন্তু, লতাপাতা, দেবদেবীর মূর্তি। নাহলে দর্শকের মনে হবে, এ তো কেবলই একটা গুহা। নিমেষে তার মনে বিরক্তি এসে দানা বাঁধবে। প্রায় এইরকম বিরক্তি নিয়ে এক জায়গায় বসে পড়ে ঝোরা আর অম্বুজ।

প্রায় আধ ঘন্টার পর গুহার অভ্যন্তর থেকে ফিরে আসে আর্য ও দিতি। আর্য বলে, ভিতরে দেখে এসো ঝোরা। ফ্যানটাসটিক! অপার বিস্ময়!

আর্য একরকম ঠেলে-ঠুলে ঝোরা আর অম্বুজকে গুহাচিত্র দেখতে পাঠায়। সরু গলিপথ পার হলে ভিতরের দিকে গুহার বহুদূর বিস্তৃতি। প্রায় শেষ প্রান্তে গম্বুজের মতো শিলিং। অম্বুজ জোরে কথা বলতে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। অম্বুজ বলে, ঝোরা, কেমন ইচ্ছে হচ্ছে।

ঝোরা চোখের তারায় হেসে দু হাত মুখের কাছে এনে বলে, অম্বুজ — আমি তোমায়

ভালোবেসে ফেলেছি —।

একটু পরে কথাটার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। অম্বুজ অবাক হয়ে আর এক বিস্ময়ভরা প্রকৃতিকে দেখে। ঝোরা দু হাতে মুখ ঢাকে। অম্বুজ শিলিং-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, ঝোরা — আমিও —

সেদিন অফিস থেকে বের হয়ে আর্য দিতিকে বলে, তুমি কি আমার জন্য কিছুটা সময় ব্যয় করতে পার দিতি ?

দিতি অবাক হয়ে বলে, কী ব্যাপার আর্য ? মনে হল গীতি কবিতার সুর।

— না, তেমন কিছু নয়। মন ভালো নেই।

— একদম ঠিক। আমরা কেউ ভালো নেই। চল কফি খেতে খেতে পরস্পরের দুঃখ পান করি।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা একটা কফি সেন্টারে এসে বসে। আর্য বলে, জানো দিতি, ঝোরা আমাকে এড়িয়ে চলে। প্রায় যোগাযোগশূন্য। সেদিন আর পারলাম না। ওর অফিসের সামনে দেখা করি। ও আমায় দেখে অস্বস্তি বোধ করে। বলে, 'বিশাখাপত্তনম থেকে ফিরে এসে মনে হচ্ছে আমরা দুজন দুমেরুর বাসিন্দা। বন্ধুত্ব ঠিক আছে। বিয়ে করলে সেটা একটা মস্ত বড়ো ভুল হত। তোমার কি তা মনে হয় না ?' ওর কথাগুলো মনে হল রেফ্রিজারেটার থেকে বেরিয়ে এল। একটুও উষ্ণতা নেই। বুঝে যাই, আমাদের সম্পর্কের ইতি ঘটে গেছে।

এই পর্যন্ত বলে বহুক্ষণ চুপ করে থাকে আর্য। দিতি বলে, অম্বুজ কিন্তু আমার সঙ্গে লুকোচুরি করেনি। ভ্রমণ সেরেই বলে, দিল, আমার জীবনসঙ্গী হিসাবে ঝোরাই একেবারে পারফেক্ট। তুমি আমার বন্ধু, শুধুই বন্ধু। একদিন তুমি নিশ্চয়ই সঠিক জীবনসঙ্গী পেয়ে যাবে।

— ও-ও! তাহলে এই! ঝোরাও অম্বুজের মতো সরাসরি বলতে পারত। আর্য, দিতি আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। দিতি বলে, এসো আর্য, হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফেরা যাক। জটিল রাস্তা, অচেনা মানুষের জঙ্গলে যদি খুঁজে পাওয়া যায় সঠিক জীবনসঙ্গী। এসো হাত ধরি —

আর্য হাত বাড়িয়ে দেয়। দুজনে হাত ধরে এগিয়ে যায় জনারণ্যে।